R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৯৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, নির্ভুল ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

+ মাদ্রাসী ডাক্তারখানা +
মাদ্রাজের ডাঃ এস, এন, রাও
(B. A. M. S)
আয়ুর্বেদীক (অর্শ স্পেশালিষ্ট)
আইলের উপর (ফুলতলা মোড়)
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
অর্শ, নালি ঘা, ভগন্দরের গ্যারান্টিসহ চিকিৎসা বিনা অপারেশনে করে থাকি। পাঁচদিনের মধ্যে গ্যাঁজ বাহির করি ও নির্মূল করি। পরীক্ষা প্রার্থনীয়
রোগী দেখবার সময় : সকাল ৮টা থেকে ১২টা, বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা।

৭৪শ বর্ষ. ৪০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৯৪ সাল।
২রা মার্চ, ১৯৮৮ সাল।
নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে রাজনৈতিক উন্মাদনার বলি দুই

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৯ ফেব্রুয়ারী : গতকাল সকাল থেকে আকাশ ছিল মেঘলা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদ দেখা দেয়। মহকুমার বেশ কয়েকটি ব্লকের বুথ ঘুরে লক্ষ্য করেছি ভোটারদের মধ্যে ভোট দেবার প্রবল আগ্রহ। যার জন্য দুপুর একটার মধ্যে অনেক বুথে ৫০ শতাংশ ভোট পড়ে। প্রায় বুথে মহিলা ভোটারদের বড় লাইন চোখে পড়ে। বেশ কিছু বুথে অনেক ভোটার লাইনে থাকায় বেশ রাত পর্য্যন্ত ভোট নেওয়া চলে। রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের রমনা বুথে ভূয়া ভোটের অপরাধে পুলিশ একজনকে আটক করে রেখেছে দেখলাম। রঘু-নাথগঞ্জ-২ ব্লকের লালখাঁনদিয়ার গ্রামের গিরিয়া কিসমৎ ২১ ও ২২ নম্বর বুথের আশেপাশে দুপুর থেকে বোমা বৃষ্টি চলে। বোমার আঘাতে কংগ্রেস সমর্থিত লস্কর সেখ ঘটনাস্থলেই মারা যান। পরে বোমার ঘায়ে আহত ৮/৯ বছরের একটি মেয়েকে গুরুতর আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে এলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে বহরমপুর পাঠান হয়। আজ মেয়েটি মারা গেছে বলে জানা যায়। নাম সানোয়ারা খাতুন। বেসরকারী খবরে প্রকাশ, লালখাঁনদিয়ার গ্রামের গিরিয়া কিসমৎ ২১ ও ২২ বুথের পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পুলিশ প্রথমে ১৩ রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ে। লস্করের দুই ছেলে বোমা ও পাইপ-গান ফেলে নাকি পালিয়ে যায়। পুলিশ মৃত-দেহ নিজের হেফাজতে রেখে মর্গে পাঠান। এরপর লালখাঁনদিয়ার গ্রামের ভিতর কংগ্রেস ও সি পি এমের বোমাবাজি শুরু হয়। বোমার ঘায়ে সানোয়ারা খাতুন জখম হয়। বেসরকারী ঐ সূত্রে আরও বলা হয়, পুলিশের গুলিতেই লস্কর সেখ মারা যায়। অবশ্য পুলিশ গুলির কথা পুরোপুরি অস্বীকার করে। সি পি এমের প্রাক্তন অঞ্চল প্রধান হাকিম সেখ ভোট দিয়ে পুলিশ প্রহরায় বাড়ী ফেরে। ঘটনার বেশ কিছুক্ষণ পর মহকুমা শাসক দপ্তরের সেকেণ্ড অফিসার সুনীল চ্যাটার্জী ও মহকুমা পুলিশ অফিসার ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌছালে ঝামেলা এড়াতে অনেকে নাকি ভোট না দিয়েই চলে যান। এই সুযোগে বাংলাদেশের বেশ কিছু সমাজবিরোধী এপারে এসে ভূয়া ভোট দিয়ে চলে যায়। পশ্চিম-বঙ্গের সর্বত্র যখন সি পি এমের জয় জয়কার তখন রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের গিরিয়া অঞ্চলে সমাজবিরোধীদের দাপটে তারা হেরে যায়। ঐ অঞ্চলের বিশ্বনাথপুর বুথেও ভোটের লাইনে দাঁড়ানো নিয়ে দু'পক্ষের বচসায় বোমার আঘাতে একজনের হাতের বেশ কিছুটা অংশ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সাগরদীঘি ব্লকের কাবিলপুর গ্রামে কংগ্রেস ও সি পি এমের সংঘর্ষে বোমার আঘাতে দু'পক্ষের তিনজন আহত হয়। সুতী-২ ব্লকের ওমরাপুর গ্রামে ভোট চলাকালীন সি পি এমের পাইপগানের গুলিতে এস ইউ সির সমর্থক বলে কথিত ১২ জন আহত হয়। তাদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে উভয় দলের একজন করে গ্রেপ্তার করে। জঙ্গিপুর মহকুমায় ব্যালট পেপার বা ব্যালট বাক্স ছিনতাই, ভোট স্থগিত ইত্যাদি কোন ঘটনা ঘটেনি।

বিদ্যুৎ বিভ্রাট : এত বড় বপর্যয় এর আগে কখন হয়নি

রঘুনাথগঞ্জ, ২রা মার্চ : গতকাল দুপুরের ঝড়ে সমগ্র জঙ্গিপুর মহকুমা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কবলে পড়েছে। রঘুনাথগঞ্জের এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার ই এইচ টি ও এ্যাণ্ড এম জানিয়েছেন, এতবড় বিদ্যুৎ বিভ্রাট এর আগে কখনও হয়নি। ভুটানের চুখা থেকে ভায়া ফরাক্কা হয়ে যে লাইনটি মহকুমায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে তার তেরটি টাওয়ার ঝড়ে ভেঙে পড়েছে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসবে সাঁইথিয়া থেকে ভায়া গোকর্ণ হয়ে যে লাইনটি বিদ্যুৎ সরবরাহ করে সেই লাইনের সাতটি টাওয়ারও এর আগের ঝড়ে ভেঙে পড়েছে। এই অবস্থায় দু সপ্তাহের আগে লাইন মেরামত করে স্বাভাবিক বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে না। রঘুনাথগঞ্জের এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার ও এ্যাণ্ড এম জানান, এই অবস্থায় তাঁরা অসহায়। আজই বহরমপুর গিয়ে দ্রুত মেরামতের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, যদি অন্য কোন অসুবিধা না থাকে তবে সাতটি টাওয়ার মেরামতের ব্যবস্থা আগে করে সাঁইথিয়া লাইনটি (শেষ পৃষ্ঠায়)

গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহকুমার ব্লক ভিত্তিক ফল :

	মোট আসন	ঘোষিত আসন	সি পি আই এম	আর এস পি	ফঃ ব্লক	বিজেপি	সিপিআই	কং	অন্যান্য
ফরাক্কা	১৪১	১৩৭	৮৯	৪		২		৩৬	৬
সামসেরগঞ্জ	১৫৯	১৫৭	১১৪	৫	৭			২৮	৩
সুতী-১	১১৬	১১৬	৪৩	২৭	৪			৩৮	৪
সুতী-২	১৪৪	১৪৪	৩৭	১৮		৩		৮০	৬
রঘুনাথগঞ্জ-১	১১৮	১১৮	৬৬	১৫	১		২	৩১	৩
রঘুনাথগঞ্জ-২	১৬৯	১৬৯	৯৪	৩				৬৭	৫
সাগরদীঘি	২১৯	২১৯	১৫৪	৭	৩			৫১	৪

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৯৪ সাল

পঞ্চায়েত নির্বাচন

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন সমাপ্ত। একেবারে সমাপ্ত বলা যাইবে না; কারণ কিছু কিছু ভোটকেন্দ্রে পুনরায় ভোটগ্রহণ হইবে। এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি এম দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিতে পারিয়াছে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা কিন্তু খুব একটা সামান্য নয়, বরং বিপুল বলা চলে। তাহা হইলেও এই জয়লাভ খুব সহজভাবে হয় নাই।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্ব হইতে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট দলের শরিক দলগুলির মধ্যে অবনিবনা চলিতেছিল। আর সেই মনোমালিন্যের ফলশ্রুতি সি পি এম, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক দলগুলির মধ্যে সমঝোতার অভাব যাহার জন্য আর এস পি ও ফরওয়ার্ড ব্লক সি পি এম-এর বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়াছিল। মনোমালিন্যের ফলে কংগ্রেস (ই) কিছু সুবিধা করিতে পারিবে এবং সি পি এম দল কিছুটা ভাবনায় পড়িবে—নির্বাচনের পূর্বে এইরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার একটা অবকাশও ঘটিয়াছিল।

অবশ্য সন্ত্রাসের সৃষ্টি বহু জায়গায় ভোটের পূর্ব হইতেই যে চলিয়াছিল, তাহা ভোটের পূর্ব্বে প্রায় প্রতিদিনই সংবাদে প্রকাশ হইতেছিল। নানা জায়গায় নাকি কংগ্রেস (ই) বা আর এস পি বা ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী ভোটে দাঁড়াইতে সাহস পান নাই। কোথাও কোথাও প্রার্থীদিগকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করিতে হইয়াছে। 'ভোটের পর দেখা যাবে' হুমকিও বেশ জোরের সহিত বিঘোষিত হইয়াছে। অঘটনের ঘটনা যে কোথাও ঘটে নাই, এমত বলা যায় না। বহু জায়গায় সি পি এম প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগে। তবে বুঝি সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বামফ্রন্টের প্রধান শরিক দল সি পি এম-কেই মনে প্রাণে সমর্থন করিতেছেন। কিন্তু এইরূপ ধারণা করা বেশ কষ্টকর। কেননা তথাকথিত হুমকি, ভীতিপ্রদর্শন ইত্যাদি যদি না থাকিত অর্থাৎ মানুষ যদি নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সুনিশ্চিত আশ্বাস পাইতেন, তবে হয়ত চিত্র কিছুটা পরিবর্তিত হয়ত। হাতে ক্ষমতা থাকিলে তাহা প্রয়োগের নানা অবকাশ আছে এবং সুবিধাও আছে।

অপরদিকে আর একটি কথাও সত্য যে, আর এস পি বা ফরওয়ার্ড ব্লক জনমনে তেমন ছাপ রাখিতে পারে নাই। পারে নাই হয়ত এই কারণে যে, যে বিষয়ে সি পি এম এর বিরুদ্ধে নানা কথা বলা হইয়াছে, উক্ত দলগুলির মন্ত্রীরা মন্ত্রীত্বে থাকাকালীন সেইসব ত্রুটির অনেক কিছুতে মুখ বন্ধ করিয়াই ছিলেন। এখন তাঁহারা সোচ্চার হইলে তাহা কতটুকু ফলদায়ী হয়?

পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) দলের প্রার্থীরা পূর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যায় জয়লাভ করিয়াছেন। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হইলে এই সংখ্যা হয়ত আরো বৃদ্ধি পাইত। কংগ্রেস (ই) এর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব না থাকিলে জনসমর্থন আরও বেশী মিলিত। সুতরাং এখনও আত্মসমীক্ষার সময় আছে, শুধরাইবার সময় আছে।

সংবাদে প্রকাশ, বহু স্থানে এই পঞ্চায়েত নির্বাচন শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও সুষ্ঠু হয় নাই দলীয় প্রচার যাহাই হউক। ইহাও কিন্তু খুব সুখকর ব্যাপার নয়। সব সংবাদপত্র মিথ্যা প্রচার করিবে, দলীয় সংবাদপত্র সুনাম গাহিবে তাহাই কি সত্য?

আবার গোরু পাচার

সাগরদীঘি: আবার প্রকাশ্যে ট্রাক ট্রাক গোরু পাচার শুরু হয়েছে। এই থানার এস এম জি আর রোড দিয়ে মনিগ্রাম ইদগাহ। রাস্তার বালিয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে গোরু পাচার হচ্ছে বলে খবর। আশপাশ গ্রামের অধিবাসীদের বক্তব্য, এইভাবে প্রকাশ্যে গোরু পাচার হতে থাকলে গ্রামগুলিতে গোরু চুরির হিড়িক আবার বেড়ে যাবে। পুলিশ প্রশাসনের কি এ ব্যাপারে করার কিছুই নাই!

'আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল।'

দুর্ম্মুখ

আমি দুর্ম্মুখ। কিন্তু বয়সের ভার কলমের ধার কমাইয়া দিয়াছে। ব্রেন স্ট্রেন সহ্য করিতে অপারগ। তবুও সম্পাদকের চাপে কলম ধরিতে হইল। কিন্তু কি লিখিব? কিসের উপর লিখিব? প্রসঙ্গ পাই কোথায়? মিলিল। প্রসঙ্গ মিলিল। পঞ্চায়েত নির্বাচনের যাত্রার আসরের বাজনা বাজিয়া উঠিল। মঞ্চে রথী মহারথীদের আগমনে আসর ঝলমল করিয়া উঠিল। নাটকে ক্লাইমেক্স জমিয়া উঠিল। কংগ্রেস নেতা তথা বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আসরে অবতীর্ণ হইয়াই জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন—ভাই সব আর দেরী নয় আরগো তোরা হাতে ছাপ তোরা মারগো। বলিলেন এই নির্ব্বাচনই বাম তথা সি পি এমের শেষ নির্বাচন। এরপরেই আমরা আসিতেছি। জমানা বদল গিয়া, বঙ্গালকো ত্রিপুরা বনায় দেঙ্গে। হায়রে আশা, হায়রে সাধ। ত্রিপুরায় নাভিশ্বাস উঠা কংগ্রেস "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" বলিতে শুরু করিয়াছিল। অকস্মাৎ ওঁ ওঁ করিয়া প্রণবমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কোনরূপে প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছে। তাও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাতে পাহাড়ী মানুষের কাঁধ ধরিয়া চলাচল করিতে হইতেছে। রাবণ বধ করিতে সুগ্রীবের সাহায্য লইতে হইয়াছে। ফলশ্রুতিতে শাখামৃগদের বেহিসেবী অত্যাচার হাসিমুখে সহিতে হইবে কিনা ভাবনার বিষয়। মেঘালয়কে কংগ্রেসালয় করিতে অনেক কাঠখড় যোগাড় করিয়া ঘৃত ও অগ্নি দিয়া পরের ঘর পুড়াইতে হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ মেঘালয় নয়, ত্রিপুরাও নয়। এখানকার মানুষ রাজনীতি সচেতন। ইহাদিগকে সজ্ঞে অচেতন করা সম্ভবতো নয়ই সাধ্যাতীতও। তবে সংসারে সারবস্তু আর নাই। বামফ্রন্টের সুখের সংসারেও আগুন লাগিয়াছে। সারটুকু নষ্ট হইতে বসিয়াছে। এখন নেতারা সংটুকু লইয়া সং সাজিয়া বিপ্লবের ঢং দেখাইতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের এই বামাকলহের সুযোগে কংগ্রেসের মুখে হাসি ফুটিয়াছে। পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রের মত কংগ্রেস এখন ঐ গ্রেস মার্ক আশা করিতেছিলেন। কিন্তু ইহা বামাকুলের দাম্পত্য কলহ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। বামাকুল কখনই সংসারের নিশ্চিত আবহাওয়া ত্যাগ করিয়া আপন পতি ছাড়িয়া অপরের অঙ্কশায়িনী সহজে হইতে চাহে না। বামাকণ্ঠ মাঝে মাঝে প্রবল হয় ঠিকই, কিন্তু মনের মত অলঙ্কার পোষাক পাইলেই তাহারা আপন পাতর কণ্ঠলগ্না হইয়া মুখের হাসিটুকু ফুটাইয়া তুলিতে ভুল করেন না। তাহার সূত্রপাতও দেখা যাইতেছে। নির্বাচন পর্ব শেষ হইতে না হইতেই যূথপতির কণ্ঠের ও সহযোগীনাদের কণ্ঠের সুর নরম হইতেছে। তাহারা বলিতেছেন এ কলহ বিচ্ছেদের কলহ নয়। এ কলহ আত্মসমালোচনা। সবই মিটিয়া গিয়াছে। নির্বাচন পর্ব শেষ হইলেই তাঁহারা একযোগে সংসার যাত্রা শুরু করিবেন। হায়রে ভাগ্য ইহার উপর নির্ভর করিয়াই কংগ্রেস গ্রেস আশা করিয়াছিল। অবশ্য বঙ্গের কংগ্রেস ভাগ্যবিধাতা অত সহজে হতাশ হন না। তাঁহার তূণে আরো বাণ লইয়াই তিনি যুদ্ধে নামিয়াছেন। ধুলিয়ানে ও অন্যান্য মুসলীম অধ্যুষিত অঞ্চল তিনি মুসলীমদের জন্য বহু কুম্ভিরাশ্রু বিসর্জন করিয়াছেন। ওদিকে কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরেই কোন্দল জমিয়া উঠিয়াছে। পাঞ্জাবে সিদ্ধার্থকে দিয়া আর পরমার্থ সিদ্ধ হইতেছে না। সন্ত্রাসবাদীরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করিতেছেন না। বঙ্গে নাকশাল বিজয়ী সিদ্ধার্থ ঐ একই পন্থা পাঞ্জাবে কাজে লাগাইতে গিয়া পরিস্থিতি ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছেন তাহাতে কেন্দ্রের সন্দেহ জাগিয়াছে। শোনা যাইতেছে তাঁহার অপসারণের দিন আগতপ্রায়। পশ্চিমবঙ্গে ঘিসিং এর খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ঘিসিং (শেষ পৃষ্ঠায়)

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

রঘুনাথগঞ্জ : এই থানার মালডোবা পঙ্কজকুমার উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। গত ৬ হতে ৮ এবং ১৫ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারী বিভিন্ন কর্মসূচী পালিত হয়। ৬ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ ভূদেব-চন্দ্র ঘোষ। বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তির স্মারক হিসাবে পঞ্চাশ জন ছাত্রী শঙ্খ ও উলুধ্বনীর মাধ্যমে পঞ্চাশটি প্রদীপ প্রজ্বলন করে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট গুণীজনের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী বিশ্বভারতীর কলা বিভাগের ডীন ও বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ বিশিষ্ট উড়িয়া সাহিত্যিক ডঃ খগেশ্বর মহাপাত্র, রেজিষ্টার ডঃ তরুণবিকাশ লাহিড়ী কলকাতা বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রাণ রসায়ন বিভাগের প্রধান এবং অধ্যাপক ডঃ রাধাকান্ত মণ্ডল, মালার কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ চুণীলাল গুপ্ত, কলকাতার সাহিত্যিকা গোষ্ঠীর সাহিত্য সমালোচক শ্রীসুশান্ত পাল, সাংবাদিক বরুণ দাস এবং বোলপুরের অন্ধ বাউল রামকানাই দাস প্রমুখ। ১৫ ফেব্রুয়ারী বহরমপুর আনন্দম গোষ্ঠী 'কেনারাম বেচারাম' নাটকটি অভিনয় করেন। নদীয়ার লীলা সাধু খাঁ ও বীরভূমের সাদ মহম্মদ কবিগানের আসর উদ্‌যাপন করেন। ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারী পঃ বঃ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা নৃত্যনাট্যানুষ্ঠান মহুয়া ও চিত্রাঙ্গদা পরিবেশন করেন। প্রাসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই উপলক্ষে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাজ্যপালকে আনানোর তোড়জোড় শুরু করেন। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন নাকি ঐ বিদ্যালয় সংলগ্ন অঞ্চলকে নিরাপদ মনে না করায় এবং যাতায়াতের (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

Abridged Tender Notice No. 5 of 198'-88 in respect of Ganga Anti Erosion Divo.

Sealed tenders are invited in WBF. No 2911(ii) from the enlisted class-I, contractors of I & W. D. and bonafide outside contracrors for the undermentioned works by the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad. The names of the works, Estimated costs and earnest moneys are :—

1. Emergent protection to the bed bar No. 'A' at Khandua with restoration of damages of revetment (Remaining work)

Rs. 4,41,476/- Rs. 8,830/-

2. Emergent protection to the bed bar No. 'B' at Khandua with restoration of damages of revetment (Remaining work).

Rs. 3,87,439/- Rs. 7,749/-

Details regarding time allowed, tender documents and other particulars may be had from the above office upto 4·00 P. M. in any working day.

Last date of application for purchasing tender form is 11. 3 88 upto 1·00 P. M.

Last date of selling tender form is 14. 3. 88 upto 4·00 P. M.

Date of receipt of tender is 16. 3. 88 upto 3·00 P. M.

Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion D vision.

Memo No. 151(2) Inf M/Advt. dt. 25. 2. 88

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের
ফেরী ঘাটের নিলাম বিজ্ঞপ্তি
১৯৮৮-৮৯

নিলাম স্থান : রঘুনাথগঞ্জ জিলা পরিষদ ডাকবাংলো
তারিখ : ইংরাজী ১০-৩-৮৮ (বাংলা ২৬ ১১-১৩৯৪)
বৃহস্পতিবার বেলা ১ ঘটিকায়

গুজারঘাটের নাম		জামানতের পরিমাণ
১।	রাণীনগর কাশিয়াডাঙ্গা	৭৫০০·০০
২।	বাতুরীবাঘা	২৫০·০০
৩।	খড়খড়ি গদাইপুর	১০১·০০
৪।	তাথুয়া (বর্ষাতি)	৭৫·০০
৫।	দফরপুর	২৫২৫১·০০

নিলাম স্থান : ভগবানগোলা জিলা পরিষদ দাতব্য চিকিৎসালয়
তারিখ : ইংরাজী ১১-৩-৮৮ (বাংলা ২৭-১১-১৩৯৪)
শুক্রবার বেলা ১ ঘটিকায়

১।	মাধাইখানি	৮৭৫০·০০
২।	হরিরামপুর	২১৫০·০০
৩।	হুড়শী মরিচা	৮৬৩·০০
৪।	কাতলামারী বুধরপাড়া	৩০৫০·০০
৫।	রামনগর	৩১৩·০০
৬।	পিরোজপুর	১৫০০·০০
৭।	আখেরীগঞ্জ	৭৫০০·০০
৮।	রাজারামপুর	৩৩০০·০০
৯।	শীতেশনগর	১৪৭৫·০০
১০।	উপলাই খড়িকাপুকুর	১৮২৩·০০
১১।	তেজরাইপুর	১৬১৯·০০
১২।	গাদী	১০০·০০
১৩।	বালিয়া শ্যামপুর	১৩৭৫·০০

নিলাম স্থান : কান্দী জিলা পরিষদ ডাকবাংলো
তারিখ : ইংরাজী ১৫-৩-৮৮ (বাংলা ২-১২-১৩৯৪)
বুধবার বেলা ১২ ঘটিকায়

১।	গাঁতলা	৭৫০০·০০
২।	তারাপুর	১২৭৫·০০

নিলাম স্থান : মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ অফিস (বহরমপুর)
তারিখ : ইংরাজী ১৭-৩-৮৮ (বাংলা ৩-১২-১৩৯৪)
বৃহস্পতিবার বেলা ১ ঘটিকায়

১।	গোরাবাজার	৬২৫·০০
২।	নারিকেলডাঙ্গা	১৮৭১·০০
৩।	হালালপুর	৮০·০০
৪।	সাটুই	৪৬২৫·০০
৫।	সাটুই ভগবানবাটী	১০৭৫·০০
৬।	জালালপুর	১০০০·০০
৭।	পিলখানা	১০০·০০

Executive Officer,
Murshidabad Zilla Parishad
এর নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট নিলাম স্থানে নিলামের পূর্বে জমা দিতে হইবে

জ্যোতির্ময় চক্রবর্ত্তী
জেলা বাস্তুকার, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদ

বিঃ দ্রঃ এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদের জেলা বাস্তুকার ও অবর-সহ-বাস্তুকারের মহকুমা অফিস হইতে জানা যাইবে।

পত্রাংক : ৯৬০ (৫)/ই, এন/জি দিনাঙ্ক : ২৪-২-৮৮

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

রাস্তা খারাপ অজুহাতে সে ব্যবস্থা অনুমোদন করেন না। ঐ এলাকার মানুষ গ্রামে নিরাপত্তার অভাব আছে এ কথা বলে প্রশাসন গ্রামের মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়েছেন বলে মনে করেন।

আশা না পুরিল

(২য় পৃষ্ঠার পর)

এখন প্রায় মিসিং অবস্থায়। শোনা যাইতেছে দার্জিলিং এ ফিরিতে তাঁহার ভীতি জাগিয়াছে। তাই সন্ত্রস্ত ঘিসিং এখন নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ের খোঁজে 'দিল্লী প্রাসাদকূটে।' বিপ্লববাদের নব প্রবক্তা গণি সাহেব ঘিসিং পন্থা সমর্থনে আসরে নামিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই পন্থাতেই রাইফেল, বন্দুক লইয়া লড়াই করিয়া তিনি সি পি এমকে পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিতাড়ণ করিবেন। শোনা যাইতেছে প্রণব গণি এখন রাজীবের উদ্ধারের স্বর্ণখনি। কিন্তু তাঁরা যে প্রিয় ভাগ্যে শনি, এ কথা প্রিয় ভালই বোঝেন। তাই প্রিয়রঞ্জন বাম দলের বিরুদ্ধে অপ্রিয় ভাষণ জোরদার করিয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী'। বাণিজ্য-মন্ত্রীর পদটি এবারের মত রক্ষা হইলেও পরে কি হইবে কে জানে? ইতি মধ্যেই তথ্য দপ্তরের পাঁজা হইতে মন্ত্রী অজিত পাঁজাকে খসাইয়া রাজস্ব দপ্তরে গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। বোঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তথ্য দপ্তরে বেশী বাংলা বাংলা ভাব আনিতে যাওয়ায় তাঁহাকে রাজস্ব দেওয়া হইল। এরপর রাজস্ব কেন সর্বস্ব কাড়িয়া লওয়া হইবে। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের কর্তারা বুঝিয়াছিলেন পঞ্চায়েত বৈতরণী পার করিতে না পারিলে তাঁহাদের সমূহ বিপদ। ব্যাঘ্র হইতে 'পুনর্মূষিকোভব' অবধারিত। তাই এত লাফালাফি, তাই এতো ঝাঁপ-ঝাঁপি। বাম দলের কোন্দলই ভরসা। তাঁহারা সে কারণেই সিংহের কেশরে হাত বুলাইয়া তাহাকে আর একটু ফরওয়ার্ড মার্চ করাইয়া ফ্রন্টকে ফ্রন্টিয়ারে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। সুড়সুড়ি দিয়া বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীদের আরো একটু বিপ্লবী করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু 'কান্তে হাতুড়ী তারা' আহাম্মক নয় তাঁহারা তলে তলে কংগ্রেসের পুরানো গ্রাম্য মাতব্বরদের কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়া তাহাদের তৈলাক্ত গাত্রে আরো একটু তৈল মর্দন করিয়া নিজ দলের প্রার্থী বানাইয়া কংগ্রেসের তরাডুবি ঘটাইয়াছেন। কংগ্রেস প্রার্থীই খুঁজিয়া পায় নাই। অবশ্য ইহা 'বুমেরাং'। কংগ্রেস একদিন 'পয়সা হি পয়সা' মূলমন্ত্র দিয়া যাহাদিগকে তৈয়ারী করিয়াছিল, তাঁহারাই সুযোগ বুঝিয়া ক্ষমতাসীন দলের ক্ষুরের নীচে মাথা মুড়াইয়া মোহান্ত বনিয়াছে। যের হাত একদিন তাহাদিগকে হাতে লইয়া এক হাত দেখাইয়াছিল, সেই হাতই আজ তাহাদের কামড়ে রক্তাক্ত হইয়া সন্ত্রাস সন্ত্রাস বলিয়া চীৎকার করিতেছে। বামদলের কলহের সুযোগ লইতে অপারগ রাজ্য নেতৃত্ব একে অপরকে ডুবাইতে গিয়া, নিজেকে হাই কম্যাণ্ডের কাছের লোক বানাইতে গিয়া জনগণ হইতে দূরে সরিয়া গেলেন। ত্রিপুরাই সন্তোষমোহন জন সন্তোষের যে জোয়ার আনিতে পারিয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে সে সুযোগ তাঁহারা সৃষ্টি করিতে অপারগ হইলেন আত্মকলহে। তাঁহাদের মূর্খামিতে তাঁহারা শুধু ডুবিলেনই না, পাঁচ আঙ্গুলের সব আঙ্গুল হারাইয়া ঠুঁটো জগন্নাথ বনিয়া গেলেন।

মহকুমার পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ নির্ব্বাচনের ব্লক ভিত্তিক ফল

ফরাক্কা: পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন ২৫, সি পি আই এম ১৮, কং ৫, আর এস পি ১, নির্দল ১
জেলা পরিষদের মোট আসন ২ : সি পি আই এম ২

নামসেরগঞ্জ: পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন ২৬। সি পি আই এম ২৩, কং ২, আর এস পি ১
জেলা পরিষদের মোট আসন ২ : সি পি আই এম ২

সুতী-১: পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন ১৮। সি পি আই এম ৭, কং ৫, আর এস পি ৬
জেলা পরিষদের মোট আসন ২ : আর এস পি ২

সুতী-২: পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন ২৮। সি পি আই এম ৬, কং ১৭, আর এস পি ৫
জেলা পরিষদের মোট আসন ২ : কং ১, আর এস পি ১

রঘুনাথগঞ্জ-১: পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন ১৮। সি পি আই এম ১০ কং ৪, আর এস পি ৩, সি পি আই ১
জেলা পরিষদের মোট আসন ২ : সি পি আই এম ২

রঘুনাথগঞ্জ-২: পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন ২৭। সি পি আই এম ১৬, কং ৯, আর এস পি ২
জেলা পরিষদের মোট আসন ২ : সি পি আই এম ২

সাগরদীঘি: পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন ৩৩। সি পি আই এম ৩০, কং ৩
জেলা পরিষদের আসন ২ : সি পি আই এম ২

বিভ্রাট: (১ম পৃঃ পর) চালুর ব্যাপারে ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলোচনা করবেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, টাওয়ারগুলির অধিকাংশ পোঁতার সময় থেকে ক্রটিপূর্ণ। যে কোন সময় ভেঙে পড়ার আশঙ্কা ছিল। এবার কালবৈশাখীতে হয়েছে তাই। মহকুমার সর্বত্র বৈদ্যুতিক তারবাহী খুঁটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যে কোন জায়গায় যে কোন সময় বড় ধরনের বিপদ ঘটতে পারে। ভেঙে পড়া টাওয়ার মেরামতের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত গোঁড়া-খাওয়া পোলের মেরামতের দিকে নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

কলিকাতাস্থিত মহামান্য উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক লেখ অধিক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

সিভিল প্রসিডিওর কোডের আদেশ ১ নিয়ম ৮ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: সিভিল আদেশ নং ৫১৭ (ডব্লু) ১৯৮৮
শ্রীসুধীরকুমার সেন এবং অন্যান্য ৪০ জন
আবেদনকারীগণ—

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং অন্যান্য ৩ জন
প্রতিপক্ষগণ—

জঙ্গিপুর পৌরসভা, জেলা মুর্শিদাবাদ, অন্তর্গত যোত ও বাড়ী সমূহের মূল্য নির্ধারক কেন্দ্রীয় ভ্যালুয়েশন বোর্ড পশ্চিমবঙ্গ, কর্তৃক ৭ই জানুয়ারী ১৯৮৮ তারিখে দৈনিক ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত উক্ত পৌরসভার অন্তর্গত যোত্‌ ও বাড়ী সমূহের মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এবং তন্মধ্যে প্রদত্ত রিটার্ণ প্রদানে ব্যর্থতায় শাস্তি বিধান সংক্রান্ত ভীতি প্রদর্শনের-বৈধতায়। যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে উপরোক্ত আবেদনকারীগণ দ্বারা আনীত এক আবেদনের উপর মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত এন, কে, মিত্র মহাশয় গত ৩-২-১৯৮৮ তারিখে এক আদেশ বলে উক্ত আবেদন অন্য সিভিল আদেশ নং ৯৪৭২ এবং ৯৪৭৩ (ডব্লু) ১৯৮৭ এর সঙ্গে শুনানীর দিন ধার্য করিয়াছেন।

মাননীয় বিচারপতি মহাশয় অপর এক আদেশে পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত এই আদেশ জারীকালীন স্থিতাবস্থা বজায় রাখায় এবং বঙ্গীয় পৌর আইন ১৯৩২ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পৌরসভা যোত্‌ ও বাড়ী সমূহের মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন।

মাননীয় বিচারপতি মহাশয় এই মর্মে এক বিজ্ঞপ্তি স্থানীয় জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকা এবং আনন্দ বাজার পাত্রিকায় প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন।

যিনি/যাঁহারা এ বিষয়ে আগ্রহী, তিনি/তাঁহারা এই মামলায় অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক পক্ষ কালের মধ্যে মহামান্য আদালতে আবেদন করিতে পারেন। অন্যথায় তাঁহার/তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে এই মামলার শুনানী নিষ্পত্তি ধার্য্য হইবে।

আদেশানুসারে—

কল্যাণকুমার বসু
অতিরিক্ত নিবন্ধক
কলিকাতাস্থিত মহামান্য উচ্চ আদালত
আপীল বিভাগ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।